



101130 - স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি ও দয়া

প্রশ্ন

আমি যখন অসুস্থতায় ভুগি (যমেন: মাইগ্রনের ব্যথা, নার্স ব্লকসহ আরও কিছু সমস্যা) তখন আমার স্বামী আমাকে বশিরাম নতি দিয়ে না। অথচ আমার বশিরাম প্রয়োজন (যমেনটা ডক্টর পরামর্শ দিয়েছেন)। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে বশিরাম দেওয়ার জন্য কোন কিছু করতে নারাজ (আমাদের সন্তান আছে)। এমনকি আমি যে অসুস্থতায় ভুগি সেটোও সে স্বীকার করতে চায় না। কারণ সে মনে করে আমি একজন যুবতী। তাই আমার পক্ষে এত সব স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগতে থাকা অসম্ভব। তার এই কাজেরে হুকুম কী? আর আমার করণীয় কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহর পবিত্র শরীয়তে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে— স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও রহমত তৈরি হওয়া। বৈবাহিক জীবন এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“তার নদির্শনসমূহের মধ্যে আরকেটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাপ। তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করছেন।” [সূরা রুম: ২১]

হাফযে ইবনে কাসীর রাহিমুল্লাহ বলেন: ‘সম্প্রীতি হচ্ছে— ভালোবাসা। আর রহমত হচ্ছে— দয়া। ব্যক্তির স্ত্রীকে হয় ভালোবাসার কারণে ধরে রাখে। নতুবা তার প্রতিদয়ার কারণে, যদি তার ঘরে নিজের সন্তান আছে।’

প্রিয় বোন,

আপনার জন্য উপদশে হচ্ছে: আল্লাহ তাআলা পূর্ববক্ত আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে সম্প্রীতি ও রহমতের কথা উল্লেখ করেছেন আপনি সেটা ভুলে না যান। উম্মাহাতুল মুমিনীন ও মহলি সাহাবীদের কথা ভাবুন, বিশেষতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভূমিকার কথা। তারপর আপনার পরিবারকে সুখী করতে চেষ্টা করতে থাকুন। আপনি এর উত্তম ফলাফল পাবেন; ইনশা আল্লাহ।

মানুষের অন্তর জয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে হাসমিখে নরম ভাষায় কথা বলা। কোনও এক নকেকার বলছেন: ‘সদাচরণ খুবই সহজ। হাসমিখ ও নরম কথা।’ সুতরাং আপনি আপনার স্বামীর সাথে কৃত্রিমতা করে হলেও এটিকরতে থাকুন। এক সময় এটি আপনার স্বভাবে পরিণত হবে। আপনি তার মন জয় করতে পারবেন এবং আপনার প্রতি তার অন্তরে ভালোবাসা ও রহমত পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হবেন।

বরং এই সব কষ্টের আগে ও সব কষ্টের উপরে আমাদের রবের বাণী:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

“ভালো কাজ আর মন্দ কাজ সমান নয়। ভালো কাজটি দিয়ে (মন্দ কাজের) জবাব দবে। দেখবে, যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে যেনে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। এ গুণটি দেওয়া হয়— কেবল ধৈর্যশীলদেরকে। এ গুণটি দেওয়া হয়— পরম ভাগ্যবানকে।” [সূরা ফুসসলিত: ৩৪-৩৫]

শাইখ ইবনে সা’দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই কৃত ভালো কাজ, আর তাকে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করে এমন গুনাহর কাজ সমান নয়। সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ ও তাদরে সাথে দুর্ব্যবহার সমান নয়। না মৌলিকভাবে, না বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে, আর না প্রতিদিনের দিক থেকে। “উত্তম কাজের প্রতিদিন কী উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে?”

তারপর আল্লাহ এক বিশেষ প্রকার সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যার বড় রকমের প্রভাব রয়েছে। সেটি হচ্ছে— যিনি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তার সাথে সদাচরণ করা। আল্লাহ বলেন: “ভালো কাজটি দিয়ে (মন্দ কাজের) জবাব দবে” অর্থাৎ যদি সৃষ্টির কউ তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, বিশেষতঃ তোমার উপর যার বড় অধিকার রয়েছে যেন: আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রমুখ, সেই দুর্ব্যবহার কথায় হোক বা কাজে; তাহলে এর বিপরীতে তুমি তার সাথে সদাচরণ করো। সে যদি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো। সে যদি তোমার প্রতি যুলুম করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। সে যদি উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি অবস্থায় তোমার ব্যাপারে মন্তব্য করে, তাহলে তুমিও ব্যাপারে অনুরূপ করো না। বরং তাকে ক্ষমা করো। তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলো। সে যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে, তোমার সাথে কথা বলা ছড়ে দেয়, তাহলে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো এবং সালাম দাও। তার মন্দ আচরণের বিপরীতে যদি তুমি ভালো আচরণ করো, তাহলে বিশাল উপকার হবে। সেটা হলো: “যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে যেনে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।” অর্থাৎ সে যেনে কাছের সহমর্মী মানুষে পরিণত হয়েছে।

“এ গুণটি দেওয়া হয়— কেবল ধৈর্যশীলদেরকে”: অর্থাৎ এই প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণের সক্ষমতা কেবল তাদরেক দেয়া হয় যারা তাদরে মনকে অপছন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন সেটোতে মনকে বাধ্য করতে

পারবে। কারণ মানুষের স্বভাবই হচ্ছে কউে তার সাথে মন্দ কিছু করলে বপিরীতে মন্দ আচরণ করা এবং ক্ষমা না করা।
সখোনে তার সাথে সদাচরণ করা কমেণ গুণ?’

মানুষ যদি নিজেকে ধৈর্য ধারণ করায়, রবের নরিদশে মনে চলে, বপিল প্রতিদিনের কথা মনে রাখে এবং জনে রাখে যে মন্দ আচরণকারীর জবাবে মন্দ আচরণ করা তার জন্য কোনও উপকার নিয়ে আসবে না; বরং শত্রুতার তীব্রতা বাড়াবে, অন্যদিকে ভালও আচরণ তার মর্যাদা কমাবে না; বরং যে আল্লাহর জন্য বনিয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দনে— তাহলে তার কাছে বসিয়টা তুচ্ছ হয়ে যায় এবং সে বেশে আনন্দের সাথে উপভোগ করইে সদাচরণ করে।

“এ গুণটি দেওয়া হয়— কেবল পরম ভাগ্যবানকে”: কনেনা এটি সবশিষে ব্যক্তিদের বশেষিট্য। যে গুণটির মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করে। যে গুণটি উত্তম চরিত্রের অন্যতম বড় বশেষিট্য। [তাফসীরুস সা’দী (পৃ. ৫৪৯-৫৫০) থেকে সমাপ্ত]

এই কথাগুলো যদি যে কোনও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে আপনার স্বামীর ক্ষেত্রে কমেণ হবে? যখনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যদি আমকাউকে নরিদশে দতিম অন্য কাউকে সজিদা করার তাহলে নারীদরেকে নরিদশে দতিম তাদরে স্বামীদরে সজিদা করার। যহেতু আল্লাহ তাদরে উপর স্বামীদরে এমন অধিকার দিয়েছেন।” [হাদীসটি আবু দাউদ (২১৪০) বর্ণনা করেন এবং হাদীসের ভাষা তার, তরিমযী (১১৯২), শাইখ আলবানী ‘সলিসলিাহ সহহি’ গ্রন্থে (১২০৩) এটিকে সহহি বলে গণ্য করেছেন]

প্রিয় বোন, আমরা আপনাকে দিয়ে কথাটুকু শুরু করছি কারণ আপনি প্রশ্নটি করছেন এবং আমরা মনে করি যে, আমাদের কথা আপনি বেশি শুনবেন এবং আমাদের উপদেশে আপনি বেশি সাড়া দিবেন। এর জন্য যদি নিজেরে কিছু অধিকার ছড়ে দতি হয় এবং আপনার প্রতি যে যলুম করেছে তাকে ক্ষমা করে দতি হয় তবুও কোনও সমস্যা নই। নিজেরে কিছু অধিকার ছড়ে দেওয়া ও যলুমকে ক্ষমা করে দেওয়া কোনও দোষ বা দুর্বলতা এমনটিকে দাবি করছে? বরং এটাই তো পূর্ণতা পূর্ণমাত্রার পূর্ণতা।

মুসলিম ‘সহহি’ গ্রন্থে (২৫৮৮) বর্ণনা করেন: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “দানের মাধ্যমে কোনও সম্পদ হ্রাস পায় না। ক্ষমা করলে আল্লাহ কোনও বান্দার মর্যাদা কেবল বাড়িয়ে দনে। আর যে ব্যক্তিই আল্লাহর জন্য বনিয়ী হবে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।”

অন্যদিকে আপনার স্বামীর উদ্দেশ্যে কথা কথিবা তরিস্কার করব উপদেশদাতা সহমর্মী ব্যক্তির ভাষায়। এমন ব্যক্তিদের ভাষায় তরিস্কার করব যারা তার জন্য কল্যাণ কামনা করে এবং মন্দ পরণিতরি আশঙ্কা করে। যারা আশঙ্কা করে যে সে ইবলসিরে আনুগত্য করে তাকে খুশি করবে এবং রহমানের অবাধ্যতা করে তাকে অসন্তুষ্ট করবে।

ইবলসিরে প্রতি তার আনুগত্যের দলীল হচ্ছে মুসলমি (২৮১৩) বর্ণিত হাদীস, জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ইবলীস (শয়তান) পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর সে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফতিনায় নপিত্তি করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফরিৎ এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফতিনাহ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করছি। তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছই করনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি অমুক ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার আগ পর্যন্ত তাকে ছড়ে দিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: শয়তান এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসিয়ে বলে, তুমি উত্তম কাজ করছো।” বর্ণনাকারী আ’মশ বলেন: আমার মনে হয় জাবরি (রাঃ) এটাও বলছেন যে, “অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলঙ্ঘন করে”।

আর তিনি যে, রহমানকে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ করছেন সে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটি শুনুন: “নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তোমরা আল্লাহর নরিপত্য় তাদরেকে গ্রহণ করছে। আল্লাহর বাণীর দ্বারা তোমরা তাদরে লজ্জাস্থানকে নজিদেরে জন্ম হালাল করছে ..।” [হাদীসটি মুসলমি (১২১৮) বর্ণনা করেন]

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর নরিপত্য় কী এমন হয়?!!

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর বাণীর সাথে কী আপন কী এমনটাই করবনে?!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীতরে ক্ষত্রে কী আপন কী এমনটি করবনে। অথচ নবীজী আপনাকে বলছেন: “তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করার ওসীত গ্রহণ কর।” [হাদীসটি বুখারী (৩৩৩১) ও মুসলমি (১৪৬৮) বর্ণনা করেন]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি তোমাদের মাঝে আমার পরিবারের কাছে উত্তম।” [হাদীসটি তিরমিযী (৩৮৯৫), ইবনে মাজাহ (১৯৭৭) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তিরমিযী’তে এটিকে সহহি বলে গণ্য করেন]

সদাচরণ কী এভাবে হয়? অথচ আল্লাহ বলছেন: **وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** “তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে বসবাস করো।” [সূরা নসি: ১৯]

তদারক কী এভাবে হয়? যখনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমরা সকলেই তদারককারী এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসে

করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহরে তদারককারী, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হবে। খাদমে তার মনবিরে ধন-সম্পদরে তদারককারী, তাকেও তার মনবিরে ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হবে। ইবনে ‘উমর বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলছেন: পুত্র তার পতির ধন-সম্পদরে তদারককারী এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসে করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকে তাদরে অর্পতি দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।”[হাদীসটি বুখারী (৮৯৩) ও মুসলিম (১৮২৯) বর্ণনা করেন]

আপনি কি সম্মানতি সাহাবী আয়যে ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শোনেননি? তিনি যালমে প্রশাসক উবাইদুল্লাহ ইবনে যয়াদরে কাছ প্রবশে করে বলছিলেন: ‘হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি: নকিষ্টতম শাসক হচ্ছে সে, যে প্রজাদরে ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। এদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান!!”[হাদীসটি মুসলিম (১৮৩০) বর্ণনা করেন]

আপনি কি এদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে ভয় করেন না?

হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি কখনো শুনছেন যে অসুস্থতার কোন বয়স আছে? মাথা ব্যথার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময় কথিবা স্থান রয়েছে? এর থেকে বস্ময়কর ও অদ্ভুত কিছু আমরা শুনিনি!

নাকি আপনার দলীল-প্রমাণ লাগবে, তাহলে শুনুন হে আল্লাহর বান্দা:

আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাক্বী‘ থেকে ফরিতে আমাকে দেখতে পেলেন আমি মাথাব্যথায় ভুগছি। আমি বলছি: আমার মাথা যাচ্ছে। তিনি বললেন: আয়শো! বরং আমার মাথা যাচ্ছে।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (১৪৬৫) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী মশিকাতরে তাখরীজে (৫৯৭০) এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

হে মুসলিম ভাই! আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা যান তখন আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বয়স আঠারো বছর। অর্থাৎ তার এই মাথা ব্যথার অভিযোগ ছিল আঠারো বছরে আগে কশিরী থাকা অবস্থায়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা বশির্বা করছেন, তার সাথে আবগেময় প্রতক্রিয়া জানিয়েছিলেন। আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে কী করতেন? তিনি উত্তর দেন: “তিনি পরিবারে খদেমত করতেন। যখন নামাযের সময় হত তখন নামাযের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন।”[হাদীসটি বুখারী (৬৭৬) বর্ণনা করেন]

আপনি যদি দলীল-প্রমাণ খুঁজেন, তাহলে এই হলো দলীল। আমরা মনে করি না আপনার দলীল প্রয়োজন। আপনার দরকার হলো আমল করা। আপনার সামনে রাস্তা আছে, কিন্তু আপনি সে পথে হাঁটছেন না!!

আল্লাহর বান্দা! আপনার উদ্দেশ্যে কথা বললে অনেকে লম্বা হবে। তবে যে ব্যক্তির অল্প কথা উপকারে আসে না, বেশি



কথাও তার উপকারে আসবে না!!

আল্লাহর বান্দা! সুতরাং এমন কোনে দনি আসাকে ভয় করুন যদেনি আপন বিপিদে পড়বনে, তখন এই দুর্বল মহিলা আপনার দায়িত্ব নবিও দেখেভাল করবে। আপন কি চান আপন তার সাথে এখন যে রকম আচরণ করছেন তখন সে আপনার সাথে সে রকম আচরণ করুক?!

নাকি আপন চান যে— আপনার স্ত্রী আপনার চয়েওে দয়ার্দ্র হব, আপনাকে বশ্বাস করবে; আপন তাকে বশ্বাস না করলেওে?। সে আপনার দায়িত্ব নবি; আপন তাকে অবহলো করলেওে? সে আপনার সাথে সদাচরণ করবে; আপন তার সাথে দুর্ব্যবহার করলেওে? সে আপনার জন্য ধরৈয় ধরবে; আপন তার সাথে অন্যায় আচরণ করলেওে?!

আল্লাহর কসম! এই দুটোর মাঝে যেটি অধিক মষিটি সটোও তকিত!!

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিজেরে জন্য ইহসানরে পথ বছে ননি। “উত্তমরে প্রতদিন কি উত্তম ছাড়া কিছু হতে পারে?”[সূরা রহমান: ৬০]

যে ব্যক্তি কোনেও ভালো কাজ করে, সে কখনো এর প্রতদিন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় না। আল্লাহ ও মানুষের মাঝে তার প্রতদিন হারিয়ে যায় না (হয় মানুষ তার প্রতদিন দবি, সে না দলিওে আল্লাহর কাছে সে প্রতদিন পাবেই)।